রিসালা নং: ১২০

হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল

(BANGLA)

HALAL TARIQE SE KAMANE KE
50 MADANI PHOOL

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দো'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো'আটি পড়ে নিন إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো'আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল

শয়তান আপনাকে লাখো বাধা দিক, এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে আখিরাতে কল্যাণ সাধন করুন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা গুনাহ্কে এত শীঘ্র মিটিয়ে দেয়, পানিও আগুনকে তত শীঘ্র নিভিয়ে দিতে পারে না। আর **নবী পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর সালাম প্রেরণ করা গর্দানগুলো (অর্থাৎ গোলামদেরকে) আযাদ করার চেয়েও উত্তম।

(তারীখে বাগদাদ, ৭ম খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাকে কর্মচারী রাখতে হবে, তার কর্মচারী রাখার এবং যাকে চাকুরি করতে হবে, তার চাকুরি করার জরুরি বিধি-বিধানগুলো জানা ফরজ। প্রয়োজন মত না শিখে থাকলে গুনাহ্গার হবে এবং শাস্তির হকদার হবে। আর না জানার কারণে বার বার গুনাহে লিপ্ত থাকার বাড়তি আপদ তো আছেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

রিসালাটিকে কেবল গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ মাস্য়ালাগুলো সংকলন করা হয়েছে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য **'বাহারে শরীয়াত'** ৩য় খন্ড এর ১০৪ থেকে ১৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'ইজারা' সংক্রান্ত আলোচনাটি পাঠ করে নিবেন।

সর্বপ্রথম হালাল পন্থায় উপার্জনের ফযীলত এবং হারাম পন্থায় উপার্জনের ধ্বংসাত্মকতাগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে। **আল্লাহ্** তাবারাকা ওয়া তা'আলা ১২তম পারার প্রথম আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কিছু নেই, যার রিযিক **আল্লাহ্**র অনুগ্রহের যিম্মায় নয়।

প্রখ্যাত মুফাসসিরে, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "নূরুল ইরফানে" বলেন: পৃথিবীতে বিচরণকারীদের কথা এই কারণেই বলা হয়েছে যে, আমরা যেগুলোকেই দেখি, চিনি, জানি। না হয়, জ্বীন্ ইত্যাদিদেরকেও মহান **রব তা'আলাই** রিযিক দিয়ে থাকেন। তাঁর রিযিক দানের গুণটি কেবল জীব-জগতের জন্য সীমিত নয়। সুতরাং ধরনের রিজিকের উপযুক্ত তা সেই ধরনের রিযিকই পেয়ে থাকে। মায়ের পেটে সন্তান এক ধরনরে রিযিক পেয়ে থাকে, জন্মের পর দাঁত ওঠার পূর্বে অন্য ধরনের, আবার বড় হয়ে অন্য ধরনের। (নূরুল ইরফান, ৩৫৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

হালাল উপার্জনের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ এর ৫টি বাণী:

১. "সবচেয়ে পবিত্র আহার তা, যা তুমি নিজের উপার্জন হতে আহার কর।" (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৬৩)

২. "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তা'আলা** পেশাজীবি মুসলমানদের ভালবাসেন।" (মুজাম আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৯৩৪)

৩. "যেই ব্যক্তির পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যা আসে, তার জন্য সেই সন্ধ্যা মাগফিরাতের সন্ধ্যা হয়।" (প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা)

৪. "পবিত্র রিযিক উপার্জনকারীর জন্য জান্নাত রয়েছে।" (প্রাগুক্ত, ৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৬১৬)

৫. "এমন কিছু গুনাহ্ রয়েছে, যেগুলোর কাফ্ফারা নামাযও হতে পারে না, রোজাও হতে পারে না, হজ্বও না, ওমরাও না। সেগুলোর কাফ্ফারা হল সেই পরিশ্রান্ত অবস্থা, যা মানুষের হালাল রুজির সন্ধানে পৌছে থাকে।" (প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০২। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯তম খন্ড, ৩১৪-৩১৭ পৃষ্ঠা)

হালাল লোকমার ফযীলত

আমাদের সর্বদা হালাল রুজি উপার্জন করা, খাওয়া এবং খাওয়ানো উচিত। হালাল লোকমার কথা তো কি বলব! যেমন- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৫৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ফয়যানে সুন্নাত"** ১ম খন্ডের ১৭৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইহ্ইয়াউল উলুমের ২য় খন্ডের মধ্যে এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণী নকল করেন যে; মুসলমান যখন হালাল খাবারের প্রথম লোকমা খায়, তার পূর্ববর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি হালাল উপার্জনের জন্য অপমানজনক স্থানে যায় তার গুনাহ্ গাছের পাতার মত ঝরে যায়। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

হারাম রুজি সম্পর্কিত ৪টি হাদীস শরীফ

(১) এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে, যার চুল এলোমেলো এবং শরীর ধূলিময় (অর্থাৎ- তার অবস্থা এমন, যে দো'আ করে তা কবুল হয়) সে আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে ইয়া রব! ইয়া রব! বলে থঅকে (দে'আ করে) কিন্তু অবস্থা এরকম যে, তার খাবার হারামের, পান করা হারামের, পোষাক হারামের এবং তার খোরাক হারামের অতঃপর তার দো'আ কিভাবে কবুল করা হবে! অর্থাৎ- যদি দো'আ কবুল হওয়ার আকাংখা রাখে তবে হালাল রুজি উপার্জন অবলম্বণ করো। (মুসলিম, ৫০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫১০১৫)

(২) লোকদের মধ্যে একটা সময় এমন আসবে মানুষ এই কথার পরোয়াই করবে না এই বস্তুটি কোথা থেকে অর্জন করেছ, হালাল থেকে না হারাম থেকে । (বুখারী, ২য় খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৫৯)

(৩) যে বান্দা হারাম সম্পদ উপার্জন করে, যদি সে সদকা করে তবে তা কবুল করা হবে না, আর যদি ব্যয় করে তবে তাতে তার জন্য বরকত থাকবে না আর যদি রেখে মারা যায় তবে তা জাহান্নামে যাওয়ার সম্বল হবে। **আল্লাহ্ তা'আলা** মন্দ দ্বারা মন্দকে মিঠিয়ে দেন না। হ্যাঁ! নেকী দ্বারা মন্দকে মিঠিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে অপবিত্রকে অপবিত্র মিঠাতে পারে না।

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৭২)

(৪) যে ক্রটিপূর্ণ বস্তু বিক্রি করল আর ঐ ক্রটি প্রকাশ করেনি, সে সর্বদা **আল্লাহ্ তা'আলার** অসন্তুষ্টি মধ্যে থাকে বা ইরশাদ করেন: সর্বদা ফিরিশতা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে। (ইবনে মাযাহ, ৩য় খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৪৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" **(তাবারানী)**

হারাম লোকমার অশুভ পরিণতি

মুকাশাফাতুল কুলূব বর্ণিত আছে: মানুষের পেটে যখন হারাম লোকমা পড়ে, তখন আসমান ও যমীর সকল ফিরিশতা তার উপর লানত দিতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার পেটে থাকবে। আর যদি এই অবস্থায় অর্থাৎ- পেটে হারাম লোকমা থাকাবস্থায় মৃত্যু চলে আসে তবে (সে) জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মাকাশাফাতুল কুলূব, ১০ পৃষ্ঠা)

হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল

(১) মালিক আর চাকর উভয়ের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ইজারা সংক্রান্ত শরীয়াতের মাস্য়ালাগুলো শিখা ফরজ। না শিখলে, গুনাহ্গার হবে। (**দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "বাহারে শরীয়াত", ৩য় খন্ডের ১৪তম অংশের ১০৪ পৃষ্ঠা থেকে ১৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইজারার বিধি-বিধানগুলো বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে)।

(২) চাকর রাখার সময় চাকুরির সময়সীমা, দায়িত্ব পালনের সময়সূচী এবং বেতন ইত্যাদি প্রথমেই চূড়ান্ত ও নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

(৩) আমার আক্বা আ'লা, হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কাজের তিন ধরনের অবস্থা। (১) ধীর, (২) মধ্যম, (৩) খুব দ্রুত। চাকুরি করার সময় যদি অন্ততঃ মধ্যম পন্থায়ও না করে, বরং কেবল অলসতা সহকারে কাজ করে, তাহলে সে গুনাহ্গার। আর তার পক্ষে পূর্ণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম। সে যতটুকু কাজ করেছে, সেই কাজের পরিমান পারিশ্রমিক নিতে পারবে। বাড়তি পারিশ্রমিক যার সাথে চাকরীর শর্তবদ্ধ হয়েছে তাকে ফেরৎ দেবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯তম খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

(৪) কখনো যদি ধীর গতিতে কাজ করে, তাহলে ভেবে দেখবে 'মধ্যম' ধরনের কাজ করলে কত কাজ করা যেত, মনে করুন, কম্পিউটার অপারেটর, দিনে ১০০ টাকা করে মাইনে পায়, মধ্যম ধরনের কাজ করলে দৈনিক ১০০ লাইন কম্পোজ করতে পারে, কিন্তু আজকে শুধু অলসতা বা অহেতুক কথাবার্তা করার দ্বারা ৯০ লাইন কম্পোজ করেছে। তবে ১০ লাইন কম লেখা হয়েছে, তাহলে ১০ টাকা (কেটে) নিবে, কেননা, এই ১০ টাকা নেয়া তার জন্য হারাম। যদি বেতন থেকে না কাটে, তবে গুনাহ্গার হবে এবং জাহান্নামের হকদার হবে।

(৫) সরকারি প্রতিষ্ঠান হোক অথবা প্রাইভেট হোক, কর্মচারী ডিউটিতে আসার ক্ষেত্রে যদি প্রচলিত নিয়মের বাইরে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করে কিংবা নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে চলে যায় অথবা অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সে চুক্তির ইচ্ছাকৃতভাবে বিরুদ্ধাচরণ করল। গুনাহ্ তো করল আর এমতাবস্থায় সে যদি পূর্ণ বেতন গ্রহণ করে, তাহলে আরো বেশি গুনাহ্গার হবে এবং জাহান্নামের আগুনের হকদার হবে। ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যেসব জায়েয দায়িত্ব তার উপর নির্ধারিত ছিল সেগুলোর ব্যতিক্রম হারাম এবং চুক্তিবদ্ধ সময়ে নিজের কাজ করাও হারাম। তাছাড়া অপূর্ণ কাজ করে পূর্ণ কাজের বেতন নেওয়াও হারাম।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯তম খন্ড, ৫২১ পৃষ্ঠা)

(৬) সরকারি প্রতিষ্ঠানের অফিসার বিলম্বে আগমন করে। আর তার অলসতার কারণে অফিসও দেরীতে খুলে থাকে তবুও সকল কর্মচারীদের উচিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত হওয়া। যদিও বাইরে বসে বসে অপেক্ষাও করতে হয়।

খেয়ানতকারী ও অবহেলাকারী অফিসারের কর্মচারীদের দেরীতে আসা কিংবা তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলা কিংবা পূর্ব অনুমতি দিয়ে রাখাও নাজায়েযকে জায়েয করতে পারে না। নির্ধারিত সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া সকলের উপর আবশ্যক থাকবে।

(৭) সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অফিসার সহ সাধারণ কর্মচারী সকলের নির্দ্দিষ্ট সময়ের ইজারা হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকেরই পূর্ণ রূপে ডিউটি পালন করা জরুরী। কখনো কখনো অফিসার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে চলে যায় এবং অধিনস্থ কর্মচারীদেরকেও বলে, তোমরাও চলে যাও! চলে যাওয়া অফিসার তো গুনাহ্গার হবেই, যদি কর্মচারীদের কেউ চলে যায়, সেও গুনাহ্গার হবে। অতএব, আবশ্যক যে, কাজ হোক না হোক, অফিসে বসেই ইজারার নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ করবে। যে কেউ এভাবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে চলে গেলে, তাকে তার বেতন থেকে সেই পরিমাণ অর্থ কেটে রাখতে হবে।

কর্মচারীর বেতন সংক্রান্ত মাস্য়ালা

প্রশ্ন: কর্মচারী ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু অফিসের চাবি যার হাতে ছিল সে দেরীতে এসেছে কিংবা অনুপস্থিত রয়েছে। ফলে অফিস খোলা সম্ভব হল না। এমতাবস্থায় যেসব কর্মচারী উপস্থিত হয়েছে, তাদের বেতন থেকে কি কাটাতে হবে? না কি পূর্ণ বেতন পাবে?

উত্তর: বিশেষ কর্মচারী দুই ধরনের। (১) স্থায়ী কর্মচারী (যেমন- বেতনভুক্ত কর্মচারী)। (২) দৈনিক ভিত্তিতে **(Daily Wages)** কর্মচারী।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উভয়ের বেতন দেওয়া আর না দেওয়া নির্ভর করে প্রচলিত নিয়ম কিংবা তার সাথে চুক্তিবদ্ধ শর্তের উপর। যেমন- ইজারার অপরাপর অনেক মাস্য়ালা নির্ভর করে প্রচলিত নিয়ম কিংবা কর্মচারীর সাথে প্রকাশ্য চুক্তিবদ্ধ শর্তের উপর। আর আমাদের এখানকার প্রচলিত নিয়ম হল, স্থায়ী কর্মচারীদেরকে এমতাবস্থায়ও বেতন দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে দৈনিক কর্মচারীদের **(Daily Wages)** বেতন দেওয়া হয় না। অবশ্য কোথাও প্রচলিত নিয়ম যদি এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে, তাহলে সেই নিয়ম অনুযায়ী আমল করা হবে। এমনই প্রচলিত নিয়ম যেরূপই হোক না কেন, যদি কোন ধরনের প্রকাশ্য চুক্তি হয়ে থাকে, তাহলে সেই চুক্তিই প্রাধান্য পাবে।

(ফতোওয়ায়ে আহলে সুন্নাত, অপ্রকাশিত)

(৮) কর্মচারী অফিসে কিংবা দোকান-ইত্যাদিতে আসা ও যাওয়ার সময় রেজিস্টার খাতায় সঠিক লিখবে। কেউ যদি মিথ্যা লিখে এবং ডিউটি কম দেওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ বেতন গ্রহণ করে, তবে সে গুনাহ্গার হবে এবং জাহান্নামের আযাবের হকদার হবে।

(৯) নির্ধারিত সময়ের চুক্তিতে (ইজারায়) কাজ হোক বা না হোক, কিংবা কাজ যদি শীঘ্র শেষ করে ফেলার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই চলে যায়, তবে ওয়াকফের সম্পদ থেকে তাকে সম্পূর্ণ বেতন দেওয়া বা নেওয়া জায়েয নেই। বরং যত ঘণ্টা যেমন- মনে করুন, তিন ঘণ্টা পূর্বে চলে গেছে, তাহলে সেই পরিমাণ তার বেতন থেকে কমিয়ে ফেলা হবে। তবে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মালিক জেনেশুনেও যদি পূর্ণ দিনের বেতন দিয়ে দেয়, তবে জায়েয।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

(১০) যেসব প্রতিষ্ঠানে অসুস্থতার ছুটি দেওয়া হয়, সেখানে অসুস্থ না হয়েও মিথ্যা বলে কিংবা ডাক্তারের জাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে ছুটি ভোগ করা গুনাহ। জেনে শুনে অসুস্থতার মিথ্যা সার্টিফিকেট দিলে ডাক্তারও গুনাহগার হবে এবং জাহান্নামের শাস্তির হকদার হবে।

(১১) যেসব প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের চিকিৎসার ফ্রি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে মিথ্যা অজুহাত বানিয়ে ঔষধ সংগ্রহ করা, নিজের নাম লিখে বা বলে অন্য কারো জন্য ঔষধ নেওয়া ইত্যাদি হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। জেনেশুনে এমন লোকদের সাহায্য সহযোগিতাকারীও গুনাহগার হবে।

(১২) বেতন বাড়ানোর জন্য এবং প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে নিজের পদোন্নতির জন্য জাল সার্টিফিকেট নেওয়া নাজায়েয ও গুনাহ্। কেননা, তা মিথ্যা আর প্রতূণামূলক কাজ।

(১৩) কর্মচারীদের উচিৎ ডিউটি কালীন সময়ে কাজের প্রতি সজাগ থাকা। অলসতা সৃষ্টিকারী কাজ থেকে বেঁচে থাকা। যেমন- রাতে দেরীতে শয়ন করার কারণে কিংবা নফল রোযা রাখার কারণে যদি কাজে অলসতা সৃষ্টি হয়, তাহলে সেগুলো থেকে বিরত থাকবে। কারণ, ইচ্ছাকৃত ভাবে কাজে অলস ব্যক্তি যদিও বেতন কাটিয়ে রাখে, তবু এক ধরনের গুনাহ্গার। কেননা, সে কাজ করার জন্য চুক্তি করেছে। আর সেই চুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে কম পক্ষে মধ্যম পন্থায় কাজ করা জরুরী। এখনই ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ১৯তম খন্ডের ৪০৭ পৃষ্ঠার বরাতে বলা হয়েছে যে: যদি কর্মচারী চাকরীতে অলসতার সাথে কাজ করে তাহলে গুনাহ্গার হবে।

প্রকাশ্য যে, কর্মচারীর অযথা অলসতা এবং অনর্থক ছুটি কাটানোতে মালিকের কাজের ক্ষতি হয়। মোট কথা, তদারকির (দেখাশোনার) জন্য কেউ থাকুক বা না থাকুক, অলসতার কারণে কাজে যেটুকু কমতি হয়েছে, **আল্লাহ্**কে ভয় করে বেতন থেকে সে পরিমাণ কমিয়ে নিবে। তাওবাও করবে। মালিকের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিবে। তবে যদি প্রাইভেট কোম্পানী হয়ে থাকে, আর মালিক যদি বেতন থেকে কাটিয়ে দেওয়া টাকা মাফ করে দেয়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রেহাই হয়ে যাবে।

(১৪) বিশেষ কর্মচারী (অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট সময়ে কোন এক মালিকের কিংবা প্রতিষ্ঠানের কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এমন ব্যক্তি) তার নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ডিউটি চলাকালে নিজের ব্যক্তিগত কাজও করতে পারবে না। আর নামাযের সময়গুলোতে ফরজ ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করতে পারবে। চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে তার পক্ষে নফল নামায পড়া জায়েয নেই (যদি প্রকাশ্য ভাবে কিংবা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অনুমতি না থাকে)। জুমার দিন জুমার নামায আদায় করতে যাবে। কিন্তু জামে মসজিদ যদি এতই দূরে হয় যে, সময় অধিক যাবে, তাহলে সেই সময়টুকু পরিমাণ পারিশ্রমিক কম নেবে। আর যদি নিকটে থাকে, তাহলে পারিশ্রমিক কমাবে না। নিজের সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক পাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা) ডিউটির সময় যদি এশার ওয়াক্ত আসে তাহলে বিতির নামায আদায় করতে পারবে।

(১৫) কোন কারণে যদি বিশেষ কর্মচারী কাজ করতে না পারে, তাহলে সে পারিশ্রমিকের যোগ্য বিবেচিত হবে না।

যেমন- বৃষ্টি হচ্ছিল, ফলে কাজ করেনি। উপস্থিত হয়ে থাকলেও পারিশ্রমিক পাবে না (অর্থাৎ সেই দিনের বেতন পাবে না)। (প্রাগুক্ত। রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা) অবশ্য এটির বেতনের প্রথা যদি প্রচলিত থাকে, তাহলে পাবে। যেমন- চুক্তিবদ্ধ ছুটির বেতন পাওয়া যায় (অর্থাৎ যেসব ছুটির নিয়ম রয়েছে)।

(১৬) প্রত্যেক কর্মচারী প্রতিদিন নিজের কাজের হিসাব-নিকাশ করবে। যেমন- আজকের ডিউটি চলাকালে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা কিংবা অযথা কাজে ইত্যাদিতে কতটুকু সময় ব্যয় হয়েছে? আসতে কতটুকু দেরী হয়েছে? তাছাড়া অযথা ছুটিগুলো গণনা করে নিজেই হিসাব করে প্রতি মাসে বেতন থেকে বাদ দিয়ে দিবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনা সহ অন্যান্য বিভাগগুলোতে এমন অনেক সাবধানী কর্মচারীদের দেখা যায়, যারা নিজেদের বেতন থেকে প্রতি মাসেই সাবধানতা স্বরূপ কিছু না কিছু কাটিয়ে রাখেন। তাঁদের এই উদ্যোগকে শত কোটি মারহাবা জানাই। প্রত্যেককেই ঐ সকল ভাল লোকদের অনুসরণ করা দরকার। আপনার পাওনা যদি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে যায়, তাহলে আপনার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে এক টাকাও যদি অন্যায় ভাবে নিয়ে থাকেন, তাহলে মনে রাখবেন, আখিরাতের আজাব সহ্য করার ক্ষমতা কারো কাছে নেই।

(১৭) সুপারভাইজার বা নির্ধারিত দায়িত্বশীল যথাসম্ভব সকল কর্মচারীদের দেখাশুনা করবে। সময় ও কাজে যারা অসতর্কতা ও অলসতা করে, তাদের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট অফিসারের নিকট পেশ করবে।

সুপারভাইজার যদি সহানুভূতি, স্বজনপ্রীতি, কিংবা যে কোন ভাবে জেনেশুনে গোপন করে, তাহলে সে খেয়ানতকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে এবং গুনাহ্গার হবে। সে জাহান্নামের আযাবের হকদার হবে।

(১৮) ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কিংবা তদারককারীগণ যদি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অলসতা ও অবৈধ ছুটি সমূহ সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও না জানার ভান করবে এবং সেই কারণে কর্মচারীদেরকে ওয়াকফের টাকা থেকে পরিপূর্ণ বেতন প্রদান করবে, তাহলে গ্রহণকারীর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলও খেয়ানতকারী ও গুনাহ্গার হবে। এবং জাহান্নামের আযাবের হকদার হবে।

(১৯) ধর্মীয় কোন প্রতিষ্ঠানে ইজারার শরয়ী মাস্য়ালায় কঠোর ভাবে কাজ নিতে দেখে চাকরি এড়িয়ে চলা, কিংবা এই কারণে ইস্তেফা দিয়ে অন্যত্র চাকুরি গ্রহণ করা, যেখানে কোন তদারককারী না থাকে, তা অনুচিত। মানসিকতা এভাবে গড়ুন যে, যেখানে ইজারা সম্বলিত শরীয়াতের বিধি-বিধানে কঠোর ভাবে আমল করা হয়, সেখানে কাজ করব, যেন তার বরকতে গুনাহের অশুভ পরিণতি থেকে বাঁচতে পারি এবং হালাল ও পরিচ্ছন্ন উপার্জনও করতে পারি।

(২০) যেই ব্যক্তি ইজারা অনুযায়ী কাজ করতে পারে না, যেমন মুদাররিস, কিন্তু শুদ্ধভাবে পড়াতে পারে না, তবে তার উচিৎ তৎক্ষণাৎ (যার সাথে ইজারা করেছে তাকে) অবহিত করা।

(২১) যদি ওয়াকফের প্রতিষ্ঠানের কোন মুদাররিস বিশুদ্ধ রূপে পড়াতে না পারে, কিংবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অথবা কোন বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়ম-নীতি থেকে সরে গিয়ে অলসতা ও অসতর্কতা করে, তবে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের উপর আবশ্যক হয়ে যাবে তাকে অপসারণ করা।

(২২) যদি নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা যেমন- ১২ মাসের জন্য চাকরীর চুক্তি (ইজারা) হয়, তাহলে এখন উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি ছাড়া চুক্তি ভঙ্গ হতে পারবে না। মালিক শুধুশুধু ধমক দেওয়া যে, সময়ের আগে ছাটাই করে দিব অনুরূপ প্রয়োজনে লাগবে এমন মালিককে কর্মচারী কর্তৃক ভয় দেখানো যে, চাকরী ছেড়ে এখন চলে যাব, সঠিক নয়। হ্যাঁ, যেসব অপরাগতাকে শরীয়াত মেনে নেয়, সেসব কারণে উভয়ের মধ্য থেকে যে কেহই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্বে চুক্তি সমাপ্ত করতে পারে।

(২৩) কাউকে যদি বলে দেওয়া হয় যে, প্রথম তারিখ থেকে চাকরি বা কাজে চলে আস। এবং বেতনও নির্ধারণ হয়ে যায়। কিন্তু সময় নির্দিষ্ট হয়নি। সেক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম দেখা হবে। যদি দৈনিক ভিত্তিতে রাখা হয়, তাহলে এক দিনের, সপ্তাহের জন্য রাখা হয়, তাহলে এক সপ্তাহের, আর যদি এক মাসের জন্য রাখা হয়, তাহলে এক মাসের কর্মচারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে। যেমন- ঐ ধরনের কাজকর্মে এক মাসের প্রচলন থাকে, তাহলে মালিক ও কর্মচারী উভয়ের স্বাধীনতা থাকবে, মাস পূর্ণ হওয়ার পর চুক্তি শেষ করে দিবে। যদি চুক্তি (ইজারা) শেষ না করে থাকে, এবং পরবর্তী মাসের একদিন বা একরাত কাজ করে ফেলে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

তাহলে এই মাসটিও শেষ না হয়ে যাওয়ার পূর্বে চুক্তি শেষ করার অনুমতি নেই। যখনই চুক্তি (ইজারা) শেষ করতে হবে, মাসের প্রথম তারিখেই শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বেতনভুক ও চুক্তিকারী একে অপরকে অবহিত করতে পারে যে, আগামী মাসের প্রথম তারিখ থেকে চুক্তি (ইজারা) শেষ হয়ে যাবে। ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ১৬তম খন্ডের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় এক প্রশ্নের উত্তরে লিখা রয়েছে: সাধারণ নিয়ম এই যে, চুক্তির জন্য কোন সময়সীমা পূর্ব থেকে **(Fix)** নির্ধারণ করা হয় না। যেমন, এক বৎসরের জন্য কিংবা ছয় মাসের জন্য আপনাকে ইমাম পদে নিয়োগ দেওয়া গেল। বরং কেবল ইমামতি এবং তার বিপরীতে মাসিক বেতন এত এত বলে বলে দেওয়া হয়। তাহলে এ ধরনের চুক্তি কেবল প্রথম মাসের জন্য হিসাবে সাব্যস্ত হবে। প্রতি মাস শুরু হওয়ার পূর্বে পূর্বে চুক্তিকারী ও বেতনভুক্ত কর্মচারী উভয় একে অন্যের সামনে সেই চুক্তি ভঙ্গ করে দেওয়ার অধিকার রাখে। “দুররে মুখতারে” উল্লেখ রয়েছে: দোকান ভাড়া দেওয়া হল। বলা হল, প্রতি মাসের ভাড়া এত এত। সেক্ষেত্রে কেবল এক মাসের জন্য চুক্তি শুদ্ধ হল। বাদবাকী মাসের জন্য উল্লেখ না করার কারণে (অর্থাৎ সময়সীমা উল্লেখ না করার কারণে চুক্তি) ফাসেদ। আর যখন মাস পূর্ণ হয়ে গেল, তবে উভয়ের মধ্য থেকে যে কারো পক্ষে অন্যজনের উপস্থিতিতে ইজারা ভঙ্গ করার অধিকার রয়েছে। কেননা, বিশুদ্ধ চুক্তি শেষ হয়ে গেছে। **(দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা)**

(২৪) মুসলমান কাফিরের সেবা করার চাকরী নিল, এটি নিষেধ। বরং এই ধরনের কোন কাজের জন্য কাফিরের সাথে চুক্তি করবে না, যা দ্বারা মুসলমানদের অসম্মান হয় (কেননা, এধরনের চুক্তি করা জায়েয নেই)। (আলমগীরি, ৪র্থ খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা) সাধারণতঃ এসব কাজ, যেমন- কাফিরের পা টিপে দেওয়া, কাফিরের সন্তানের পায়খানা-প্রস্রাব পরিষ্কার করা, ঘর বা দোকানের ঝাড়ু দেওয়া, ময়লা-আবর্জনা উঠানো, ল্যাট্রিনের ময়লা নালা-নর্দমা পরিষ্কার করা, গাড়ি ধৌত করা ইত্যাদি অসম্মানের অন্তর্ভূক্ত। অবশ্য, এই ধরনের চাকরি, যা দ্বারা মুসলমানের অসম্মান হবে না, তা কাফিরের নিকট করা যেতে পারে।

(২৫) সৈয়দ বংশের লোকদেরকেও অসম্মানের কাজ সমূহে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা জায়েয নেই। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"কুফরিয়া কলেমাত কে বারে মেঁ সোয়াল জাওয়াব"** এর ২৮৪ থেকে ২৮৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে প্রশ্ন করা হল: ছাত্র যদি সৈয়দ বংশের হয়, কিংবা কর্মচারী যদি সৈয়দ বংশের হয়, তার নিকট থেকে দ্বীনি বা দুনিয়াবী খেদমত নেওয়া কিংবা তাকে মারা জায়েয হবে কি না? উত্তরে বলেন: অসম্মানজনক খিদমত এমন কারো থেকে সেবা গ্রহণ করা জায়েয নেই। এই ধরনের সেবার জন্য তাকে কর্মচারীও রাখাও জায়েয নেই। যেই খেদমতে অসম্মান নেই, সেই কাজে কর্মচারী রাখা যাবে।

সৈয়দ বংশের ছেলেদের থেকে যতটুকু খেদমত প্রচলিত রয়েছে, সেগুলো নেওয়া শরীয়াত মতে জায়েয, নিতে পারবে। এবং তাকে (অর্থাৎ সৈয়দ বংশের সন্তানকে) মারা থেকে একেবারেই বিরত থাকবে। **আল্লাহ্‌ই** ভাল জানেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৫৬৮ পৃষ্ঠা)

(২৬) কর্মচারী নিজের অফিস ইত্যাদির কলম, কাগজ কিংবা অন্যসব জিনিসপত্র নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে।

(২৭) যদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে টেলিফোন করার অনুমতি থাকে, তাহলে অনুমতির সীমা পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবে। যদি অনুমতি না থাকে, তাহলে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা না-জায়েয ও গুনাহ।

(২৮) ইজারার সময়ে কখনো কখনো অত্যন্ত কম সময়ের জন্য ব্যক্তিগত ফোন রিসিভ করার অনুমতির প্রচলন থাকে। অবশ্য যদি কেউ ইজারার সময়ে বার বার ফোন রিসিভ করে থাকে, তাও কথাবার্তাও যদি দশ পনের মিনিটের কম না হয়ে থাকে, তাহলে এই ধরনের ব্যক্তিগত ফোন রিসিভ করাও জায়েয নেই। এ ধরনের কাজের এবং চুক্তিকারীরও ক্ষতি হবে।

(২৯) কর্মচারীকে ইজারা চলাকালীন কথায় কথায় হুমকি দেওয়া, যেমন সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই চাকরী থেকে বহিষ্কার করে দেব, তা সঠিক নয়। বরং কখনো কখনো তুচ্ছ কোন বিষয়েও রাগ করে বহিষ্কারও করে দেওয়া হয়, এমন করা জায়েয নেই। তবে, বড় ধরনের কোন ঘটনা ঘটে গেল, যা একতরফা অনুমতি ক্রমে ভঙ্গ করা শরীয়াতে ওজর হয়,

তবে উভয়ের মধ্যে যে কেহই চুক্তি ভঙ্গ করতে পারবে। যেমন- অন্য রাষ্ট্রে গেল। দুই বৎসরের চুক্তি হল। কিন্তু এক বৎসর পূর্ণ হতে না হতেই ভিসার **(Visa)** মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। মেয়াদ বাড়ানোও গেল না। সেক্ষেত্রে কর্মচারী চুক্তি ভঙ্গ করে দিবে। কেননা, নীতিগত অপরাধের কারণে ভিসা **(Visa)** বিহীন সেখানে অবস্থান করা জায়েয নেই।

(৩০) চাকরী বা (কিংবা ভাড়ার দোকান ইত্যাদি) যদি ছেড়ে দিতে হয়, তাহলে একমাস পূর্বে অবহিত করতে হবে। না হয়, এক মাসের বেতন কেটে ফেলা হবে (কিংবা ভাড়া উসূল করা হবে)। কর্মচারী (বা ভাড়াটিয়া) কর্তৃক এ ধরনের কৃত চুক্তি বাতিল হিসাবে গণ্য। সে যদি এক মাস পূর্বে অবহিত না করে চাকরী ছেড়ে দেয় (বা ভাড়ায় নেওয়া জায়গা খালি করে দেয়) সে ক্ষেত্রে বেতন কর্তন করা (কিংবা বাড়তি ভাড়া আদায় করা) জুলুম হবে। এমন অবস্থায় এক মাস কী, এক ঘণ্টার বেতন কর্তন করলেও (কিংবা বাড়তি ভাড়া উসুল করলেও) গুনাহগার ও জাহান্নামের আযাবের হকদার হবে।

(৩১) কর্মচারী যদি রোগের কারণে অনুপস্থিত থাকে, কিংবা কাজ কম করে থাকে, সে ক্ষেত্রে মালিক পক্ষ বেতন কাটবার অধিকার রাখে। কিন্তু সেটির ধরন হল, যতটুকু কাজ কম করেছে, কেবল ততটুকুই কর্তন করা যাবে। যেমন, আট ঘণ্টার ডিউটি ছিল। তিন ঘণ্টার কাজ করে নি। সে ক্ষেত্রে কেবল তিন ঘণ্টার পারিশ্রমিক কর্তন করা যাবে। পূর্ণ দিন কিংবা অর্ধ দিবসের পারিশ্রমিক কর্তন করাও জুলুম হবে। (বিস্তারিত জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯তম খন্ড, ৫১৫, ৫১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৩২) ইমাম ও মুয়াজ্জিন প্রচলিত নিয়মের ছুটি ব্যতীত যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে বেতন থেকে কর্তন করিয়ে নিবে। যেমন- ধরুন, ইমামের মাসিক বেতন তিন হাজার টাকা। এমন হলে অনুপস্থিত থাকা সময়ের প্রতি ওয়াক্তের নামাযে বিশ টাকা করে কর্তন করাবে, মুয়াজ্জিন সাহেবও অনুরূপ নিজের বেতন অনুযায়ী হিসাব করবে। (গ্রহণযোগ্য ওজর ব্যতীত ইচ্ছাকৃত ভাবে চুক্তি বহির্ভূত কোন কাজ করল কিংবা ছুটি কাটাতে থাকল, তাহলে বেতন থেকে কর্তন করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তার যিম্মায় গুনাহ বাকি থেকে যাবে। তাই সত্যিকারের তাওবা করে নিবে। আর এ ধরনের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ছুটি ভোগ করা থেকে বিরত থাকবে।)

(৩৩) ইমাম, মুয়াজ্জিন, মসজিদের খাদেম এবং (দ্বীনি দুনিয়াবী) সব ধরনের চাকরিতে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্ত ছুটিগুলোতে বেতন কাটা যাবে না। তবে প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে যেসব ছুটি ভোগ করা হবে, সেগুলোর বেতন কর্তন করা যাবে।

(৩৪) যেই ব্যক্তি নিজের পকেট থেকে বেতন চালায়, তার পক্ষে ইমাম, মুয়াজ্জিন ইত্যাদির প্রচলিত নিয়মের অতিরিক্ত ছুটি ভোগ করাতে বেতন কাটা না কাটার স্বাধীনতা রয়েছে। অনুরূপ মালিকও তার কর্মচারীর বেলায় অধিকার রাখে।

(৩৫) আমাদের প্রচলিত নিয়মে ইমাম মুয়াজ্জিনকে মাসে একদিন বা দুইদিন ছুটি ভোগ করার অনুমতি থাকে। তারা সেসব ছুটির বেতন পাবে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলের দিক থেকে প্রচলিত নিয়মও ভিন্ন হতে পারে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(৩৬) ইমাম ও মুয়াজ্জিন যদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেন, তাহলে অন্তত: পক্ষে একদিনের বেতন অবশ্যই কাটিয়ে নিবে। তাও একদিন সেই মাসে যদি অন্য কোন ছুটি না কাটিয়ে থাকে। মোট কথা, মাসে দুইদিনের ছুটি ব্যতীত বাড়তি অনুপস্থিতির বেতন কাটিয়ে দিবে। যদি প্রচলিত নিয়মে ছুটি কেবল দুই দিন হয়ে থাকে।

(৩৭) কোন কোন ইমাম নামাযের এবং মুয়াজ্জিন আজানের ছুটি কাটায়। এমতাবস্থায় সেখানকার প্রচলিত নিয়মের দিকে দেখতে হবে। সে ধরনের ছুটিতে যদি সেখানে বেতন কর্তন করা না হয়ে থাকে, তাহলে কাটবে না। অন্যথায় কাটবে।

(৩৮) মসজিদের মুতাওয়াল্লীগনের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ইমাম ও মুয়াজ্জিন প্রচলিত নিয়মের চেয়ে বেশি ছুটিতে নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দিয়ে যাবে। তাহলে বেতন কাটা হবে না।

(৩৯) আমাদের এখানে সাধারণত। মুয়াজ্জিনের নিকট থেকে প্রকাশ্যে কিংবা ইঙ্গিতে **(Understood)** এই কথা সাব্যস্ত হয় যে, ইমামের অনুপস্থিতিতে তিনি নামায পড়াবেন। এমতাবস্থায় ইমাম তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানাতে পারেন না। অন্য কাউকে বানাতে হবে। অন্যকে প্রতিনিধি বানালে মুয়াজ্জিন কিংবা এন্তেজামিয়া কমিটি যদি সন্তুষ্ট না থাকে, সেক্ষেত্রে আবশ্যক যে, নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি না বানিয়ে বরং বেতন কর্তন করাবেন। তবে এমনও করা যেতে পারে যে, মুয়াজ্জিন ও এন্তেজামিয়া কমিটির সাথে আলাপ-আলোচনা করে অন্য একজনকে প্রতিনিধি বানাতে পারেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(৪০) ইমাম ও মুয়াজ্জিন বৎসরে কম-বেশি এক সপ্তাহের জন্য প্রিয়জনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য যেতে পারেন। তিনি সেই দিনগুলোতে বেতনের অধিকার রাখবেন।

(৪১) ইমাম, মুয়াজ্জিন কিংবা কেননা দোকান ইত্যাদির কর্মচারী যদি চরম অসুস্থ হয়ে যায়, কিংবা তার কোন নিকটাত্মীয় মারা যায়, তাহলে সেই অবস্থায় ভোগকৃত ছুটিতে সেখানকার প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। যদি বেতন কাটার নিয়ম থাকে, তাহলে কাটা হবে, অন্যথায় কাটা হবে না।

(৪২) ইমাম বা মুয়াজ্জিন বা মুদাররিস কিংবা কোন কর্মচারীর বাড়ি যদি দূরে হয়, ট্রাফিক জাম, হরতাল ইত্যাদির কারণে যদি বাহন না পেয়ে থাকে, কিংবা মারামারির ভয়ে যদি অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে যদি প্রথম থেকে চুক্তি থাকে যে, এমন সব ঘটনায় বেতন কাটা হবে না, কিংবা সেখানকার প্রচলিত নিয়মই যদি এমন হয় যে, এমন ঘটনায় বেতন কর্তন করা হয় না, তাহলে সেই ধরনের অনুপস্থিতির বেতন পাবে। মনে রাখবেন! সামান্য হরতাল ছুটির পক্ষে অজুহাত নয়।

(৪৩) হজ্ব বা ওমরার কারণে অতিবাহিত ছুটিগুলোর বেতন কর্তন করা হবে। (দেখুন, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা)

(৪৪) ২৮তারিখ যদি চাকরি ছেড়ে দেয়, তবে (যদি হিজরী সন অনুযায়ী চাকরি হয়ে থাকে) বাদবাকি দিন যেমন, দুই-এক দিন কিংবা (ইংরেজী সনের হিসাবে চাকরি হয়ে থাকলে) বাদবাকি তিন দিনের বেতনের অধিকার রাখবে না।

(৪৫) ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মালিক কিংবা তার প্রতিনিধির অনুমতি ক্রমে কাজকর্মের সময়ে কর্মচারী সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা, নফল এবং অন্যান্য জিকির আজকার ইত্যাদি পড়তে পারবে। তাছাড়া অনুমতি সাপেক্ষে দরস, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ইত্যাদি মুস্তাহাব কাজে যোগদান করতে পারবে।

(৪৬) চৌকিদার, গার্ড বা পুলিশ ইত্যাদি যাদের কাজ জাগ্রত থেকে পাহারা দেওয়া, ডিউটির সময় যদি ইচ্ছাকৃত ঘুমিয়ে পড়ে, তবে গুনাহ্গার হবে। আর (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়) যতটুকু সময় ঘুমিয়েছে, কিংবা অলসতা করেছে, সেই পরিমাণ বেতন কর্তন করাতে হবে।

(৪৭) কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া পূরণ করানোর জন্য কিংবা আরো কিছু উন্নয়নের জন্য, কাজ না করে হরতাল পালন করা (অর্থাৎ- কাজ থেকে বিরত থাকা) কর্মচারী ও মালিকের মধ্যেকার চুক্তির পরিপন্থী কাজ। এমন করা নিষেধ।

(৪৮) একই সময়ে দুই জায়গায় চাকুরী করা, অর্থাৎ চুক্তির উপর চুক্তি করা অবৈধ। অবশ্য সে যদি প্রথম থেকেই কোথাও চাকুরীতে নিয়োজিত থাকে, তাহলে এখন তার মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে অন্যত্র কাজ করতে পারবে। যদি প্রথম স্থানের কারণে পরবর্তী স্থানের কাজে কোন ধরনের কমতি না হয়ে থাকে।

(৪৯) প্রচলিত নিয়মে যেসব ছুটি হয়ে থাকে, তাতে মালিক তার কর্মচারী থেকে কাজ নিতে পারবে না। কেউ যদি কাজে বাধ্য করে, তাহলে সে গুনাহ্গার হবে। তবে, আদেশের স্বরে না বলে যদি অনুরোধের স্বরে বলে,

আর কর্মচারীও যদি খুশি মনে কাজ করে দেয়, কিংবা ছুটির সময়েও করা কাজের বিনিময় আলাদা ভাবে যদি পরস্পর পূর্ব থেকে পরিশ্রমিক নির্ধারিত থাকে, তাহলে জায়েয। এই নিয়মটি মনে রাখবেন! যেখানে ইঙ্গিতের মাধ্যমে (অর্থাৎ- নিদর্শন দ্বারা **Understood**) কিংবা প্রকাশ্যে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় সেখানে চূড়ান্ত করা আবশ্যক। এসব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত করার স্থলে এভাবে বলে দেওয়া যে, কাজে চলে আস, দেখা যাবে, উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হবে, খুশি করব, খরচ মিলবে– ইত্যাদি কথা অকাট্য রূপে যথেষ্ট নয়। চূড়ান্ত করা ব্যতীত বিনিময় দেওয়া ও নেওয়া গুনাহ্। চূড়ান্ত হওয়া বেতনের অধিক দাবী করাও নিষেধ। এই নিয়মটি রিক্সা, টেক্সি ইত্যাদির ড্রাইভার, সকল কারিগর ইত্যাদি এবং তাদের দ্বারা কাজ আদায়কারীদের মনে রাখা আবশ্যক। অবশ্য যেসব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ যদি নির্ধারিত পারিশ্রমিক সম্পর্কে জেনে থাকে, সেসব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত করার দরকার নেই। এমনকি যেসব ক্ষেত্রে ব্যাপার এমন হবে যে, কাজ নেওয়া লোক বলল: কিছু দিবনা। শ্রমিকও বলল, কিছু নেব না। পরে মালিক তার মর্জি মত দিয়ে দিল। তাহলে এমন লেনদেনে কোন অসুবিধা নেই।

(৫০) কাজে কিংবা ডিউটিতে অলসতা এবং ছুটি কাটানো সত্ত্বেও যারা পূর্ণাঙ্গ রূপে বেতন গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু এখন লজ্জিত, তাহলে তার জন্য কেবল মৌখিক তাওবা যথেষ্ট নয়। তাওবা করার পাশাপাশি আজ পর্যন্ত যত যত পারিশ্রমিক বা বেতন বাড়তি গ্রহণ করেছে, সেগুলোরও শরীয়াত সম্মত ব্যবস্থা করতে হবে।

অতএব, মাস্য়ালা বয়ান করতে গিয়ে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (যতটুকু কাজ করেছে) তা থেকে যা বেশি গ্রহণ করেছে, সেগুলো চুক্তিকারী (যে চাকরীতে রেখেছে) তাকে ফিরিয়ে দিবে। সে যদি না থাকে, তাহলে তার ওয়ারিশদের দিয়ে দেবে। তাদেরও পাওয়া না গেলে অভাবী (অর্থাৎ মুসলমান ফকির-মিসকিনদের) খয়রাত করে দিবে। নিজে ব্যবহার করা কিংবা সদকা না করে অন্য খাতে ব্যয় করা হারাম। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯তম খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা)** ওয়াকফের প্রতিষ্ঠানে যে কোন ভাবে ফিরিয়েই দিতে হবে। টাকার পরিমাণ যদি হুবহু মনে না থাকে, তাহলে অনুমানের ভিত্তিতে হিসাব করে যত টাকা আসে শরীয়াতের বর্ণিত হুকুম অনুযায়ী আমল করবেন। মনে রাখবেন, পরের সম্পদ না-জায়েয পন্থায় খেয়ে ফেললে হাশরের দিন ফেঁসে যেতে পারেন। যথা, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যেই ব্যক্তি পরের সম্পদ ভোগ করবে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি **আল্লাহ্**র নিকট কুষ্ঠরোগী হয়ে পৌঁছবে।" **(আল মুজামুল কবীর, ১ম খন্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৬৩৭)**

দ্রষ্টব্য: এই রিসালা **'কর্মচারীদের জন্য ২১টি মাদানী ফুল'** প্রথম বারের মত ১৪২৭ হিজরীর ৩রা জামাদিউল উলা (মোতাবেক ২০০৬ এর মে) মাসে জনসমক্ষে আসে। আর অনেক বার প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশ করা হয়। ১৪৩৪ হিজরীর জমাদিউল উলা (মোতাবেক ২০১৩ সালের মার্চ) মাসে এই রিসালাটি দ্বিতীয়বার নিরীক্ষণ করা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

জুমাদাল উলা ১৪৩৪ হিঃ
মার্চ -2013ইং

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআনে পাক	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী	মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	দারুল ফিকর, বৈরুত
নুরুল ইরফান	পীর ভাই কোম্পানী, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	তারীখে বাগদাদ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মা'রিফা, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	রদ্দুল মুহতার	দারুল মা'রিফা, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকর, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
ইবনে মাযাহ	দারুল মা'রিফা, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
মু'জামুল কবীর	দারু আহ্ইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	মুকাশাফাতুল কুলুব	দারুছদর বৈরুত
মু'জামুল আউসাত	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত	ইহইয়াউল উলুম	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : "যে এটা বলে:

"اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[1]

তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেল।"

(মুজাম কবীর, ৫ম খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৪৮০)

[1] হে আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর রহমত নাযিল কর এবং তাঁকে কিয়ামতের দিন তোমার দরবারে নৈকট্যতম স্থান প্রদান কর।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net